যুগান্তর

22 JAN 2003

তারিখ 22 JAN 2003
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন শিক্ষার সংস্কার

আমাদের দেশে আইনকে কেবল একটি একাডেমিক বিষয় হিসেবে মনে করা হয় এবং সাধারণ মানুষ আইন সম্পর্কে খুব কমই ধারণা পোষণ করে। আইন শিক্ষাকে কেবল একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বিষয় মনে করা হয়। আইন শিক্ষার এ ধারণাটি কেবল আমাদের দেশে নয় অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান; বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশেই এটি রয়েছে।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'জনসাধারণের জন্য আইন' শিক্ষার ওপর (Public legal education) গুরুত্ব দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। উপলব্ধি করার সময় হয়েছে যে, Public legal education ব্যতিরেকে ন্যায়বিচার অর্জন কঠিন।

বর্তমান বিশ্বে আইন শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন শিক্ষার সঙ্গে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কিত। সে কারণেই আইন শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এটিকে দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়াস দেখা যায়। সে কারণে আইন শিক্ষাকে কেবল মামলা পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে একটি সংকীর্ণ ধারণার জন্ম হয়।

আইন শিক্ষা (Legal education) ও আইন পেশা (Legal practice) সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। আইন শিক্ষার অনেকগুলো দিক রয়েছে, আইন পেশা তার কেবল একটি দিক। আবার আইন পেশাকেও কেবল কোর্ট-কাচারি আর মক্কেলের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখলে বিষয়টি আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ রকম একটি সংকীর্ণ ধারণার বাহক হয়ে বিশ্বায়নের যে চ্যালেঞ্জের কথা আমরা বলছি তার মোকাবিলা করা যাবে না। কারণ, বিশ্বায়নের বিষয়বস্তু কেবল শিল্প কলকারখানা আর তার উৎপাদিত সামগ্রীই নয়, শিক্ষা, পেশা, শ্রম ও সৃজনশীল সব কিছুই এর বিষয়বস্তু। বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আইন শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারকে। কারণ চরিত্রগত দিক থেকে মানবাধিকারের ধারণাটি বহুজাতিক (Transnational In character)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় কেবল সনদপত্র অর্জন করা তবে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থ হবে সনদ অর্জনকারীও। বর্তমান বিশ্ব এবং সময় দাবি করছে আইন শিক্ষার সর্বজনীকরণ; যাতে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার থাকবে মূল বিষয়। সমস্যার এ দিকটিকে চিহ্নিত করতে না পারলে কোন আইনগত সমস্যারই সমাধান করা যাবে না; হোক তা ব্যক্তিগত, জাতীয় কিংবা বহুজাতিক। সে কারণেই আইন শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন দেশে দাবি উঠছে।

ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন আইনের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে আইন শিক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সাধন করতে হলে এর কোনটিকেই বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। পেশাগত আইন শিক্ষা তাদের জন্য জরুরি যারা আইনকে পেশা হিসেবে নেবে। পেশাগত আইন শিক্ষা সরাসরি বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে জড়িত। কারণ একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ন্যায়বিচারের জন্য আইনজীবীর সাহায্য কামনা করে। ধারাবাহিক আইন শিক্ষা এক্ষেত্রে সমাজের সবার জন্য আইনগত সমস্যার অন্তত প্রাথমিক সমাধান দিতে পারে। আইন শিক্ষাকে সর্বজনীন করা প্রয়োজন।

সর্বজনীন আইন শিক্ষা নির্দিষ্ট একটি পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে।

আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পেশাজীবী হওয়াই নয়, সুনাগরিক হওয়াও বটে। আর রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না

আর Post graduate level-এ আইন ও মানবাধিকারে বিভিন্ন দিক ও রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে এর সম্পর্কের বিভিন্ন দিকও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দিক এ জন্যই প্রয়োজন যে, আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পেশাজীবী হওয়াই নয়, সুনাগরিক হওয়াও বটে। আর রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। বর্তমানে ব্যক্তিই রাষ্ট্র (আমিই রাষ্ট্র) এ ধারণা থেকে উদ্ভূত) ধারণা একেবারেই অচল। আর উক্ত ধারণাটি মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক। ক্ষমতার বিবেচনায় বর্তমানে ব্যক্তি নয় রাষ্ট্রই অধিক ক্ষমতাশীল। রাষ্ট্র এ ক্ষমতার প্রয়োগ করে তার নাগরিকদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক কঠিন বা কঠোর আইন প্রণয়ন রোধ করতে হলে এর নাগরিকদের আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এ প্রক্রিয়াতেই রাষ্ট্র ও এর নাগরিকদের মাঝে ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়। সুতরাং একটি সচেতন সমাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সিভিল সোসাইটির হাতে স্থানান্তরিত হয়। বিষয়টি এমন নয় যে, রাষ্ট্র এ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। বরং একটি সচেতন নাগরিক বিশিষ্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্র আরও বেশি ক্ষমতাশালী হতে পারে। বর্তমান ধারার আইন শিক্ষার মাঝে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছায়ামাত্র দেখা যায় না। কেরালা কনফারেন্স বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত আইন শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে। আইনগত সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিতর্কের চেয়ে আলোচনাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কারণ যুক্তিতর্কে অনেক বিষয় উপস্থাপন করা হয় না যা আলোচনামূলক পদ্ধতিতে করা হয়। ন্যায়বিচার কেন্দ্রিক আইন শিক্ষা এভাবেই সম্ভব। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে বিরোধ। স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয়ে আইনের কোন বিকল্প নেই। এটি বিশ্বায়নের একটিমাত্র দিক। বিশ্বায়নের কারণে আইন শিক্ষার গুরুত্ব আরও নানাভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরশাদুল আলম
মানবাধিকার কর্মী